



212629 - শরয়িত আমাদরেকা দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কনে; অথচ আল্লাহুতাআলা কখনও কখনও দোয়াকারীর দোয়া কবুল করেন না?

প্রশ্ন

“হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন” এভাবে দোয়া করা থেকে হাদিসে নষিধোজ্জা এসছে। কনেনা আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নহে। যদি তাই হয়ে থাকে; তাহলে শরয়িত আমাদরেকা দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কনে? অন্য কথায়: আল্লাহ্যদা কক্ষণো আমাদরে দোয়া কবুল না করবনে; তাহলে আমরা দোয়া করি কনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদরে কটে যনে না বল: হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন’ আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন, আপনি চাইলে আমাকে রযিকি দিনি / বরং সে যনে সুদৃভাবে চায় / নশ্চয় তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন; তাকে বাধ্য করার কটে নহে।” [সহহি বুখারী (৭৪৭৭) ও সহহি মুসলিম (২৬৭৯)]

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) বলেন: “যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর তখন তোমরা তোমাদরে চাওয়া পশে কর। কনেনা আল্লাহর কাছে যা আছে কনেন কিছু (দান) সটোকে ফুরয়ি ফলোর নয়। যখন তোমরা দোয়া কর তখন দৃভাবে কর। নশ্চয় আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নহে।” [জামউল উলুম ওয়াল হকিম (২/৪৮) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন:

“এ হাদিসে দললি রয়ছে যে, মুমনিরে জন্য বাঞ্চনীয় হল জোরালভাবে দোয়া পশে করা, দোয়া কবুলরে ব্যাপারে আশান্বতি থাকা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ না হওয়া। কনেনা সে তো মহানুভবকে ডাকছে। এই মরমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণতি আছে।” [শারহু সহহিলি বুখারী (১০/৯৯) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

হাদসিরে বাণী: “আপনি চাইলে” এটি তাঁর (আল্লাহর) কৃপা, দান ও রহমত থেকে এক ধরণের অমুখাপক্ষেতি; যমেন— কটে বলে থাকে: যদি আপনি আমাকে অমুকটা দিতে চান দিতে পারেন। এ ধরণের শৈলী এমন কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যা না হলেও চলে। যদি কোন জনিসিরে জরুরী প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে সটো চয়ে থাকে এবং অভাবী ও অনন্যোপায় ব্যক্তি তার প্রয়োজন যভাবে পশে করে থাকে সভাবে চয়ে থাকে।”[তাফসিরে কুরতুবী (২/৩১২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“দোয়াকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা তনি দকি থেকে গ্রহতি:

এক. এভাবে দোয়াকারী যনে অবহতি করছে যে, আল্লাহকে বাধ্যকারী কটে রয়েছে এবং আল্লাহর উপরও এমন কটে আছে যে আল্লাহকে বাধা দিতে পারে। তাই এ পদ্ধতিতে দোয়াকারী যনে বলছে: আমি আপনাকে বাধ্য করব না। আপনি চাইলে কৃপা করুন; আর চাইলে কৃপা না করুন।

দুই. কটে যখন বলে “আপনি চাইলে (কৃপা করুন)” যনে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে আল্লাহর জন্য বড় কিছু মনে করছে। অর্থাৎ এটি আল্লাহর কাছে বড় কিছু হওয়ার কারণে তিনি হয়তো নাও চাইতে পারেন। এর উদাহরণ হচ্ছে এমন; আপনি কোন একজন মানুষকে বলছেন যে, আমাকে এক মলিয়ন রিয়াল দিন; যদি আপনি দিতে চান। কনেনা আপনি যখন এমন কোন প্রস্তাব কাউকে দনে তার কাছে প্রস্তাবটি হয়তো একটু ভারী মনে হতে পারে; সটোকে কিছুটা হালকা করার জন্য আপনি বলতে পারেন যে, যদি আপনি চান। কিন্তু আল্লাহতাআলার ক্ষেত্রে “আপনি চাইলে” এমন কিছু বলার প্রয়োজন নাই। যহেতে আল্লাহর কাছে কোন কিছুই বড় নয়। তাই তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আগ্রহটা বড় হওয়া চাই”। কনেনা আল্লাহর কাছে কোন কিছুই বড় নয়; যা তিনি কাউকে দনে।

হাদসিরে বাণী: “আগ্রহটা বড় হওয়া চাই”: কম হোক কথিবা বেশি হোক সটো চাওয়া উচিত। বান্দা এ কথা বলবে না যে, এটি অনকে। আমি আল্লাহর কাছে এটি চাইব না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কনেনা আল্লাহর কাছে কোন কিছুই বড় নয়; যা তিনি কাউকে দনে”। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কোন কিছু এমন বড় নয় যে, তিনি সটো দবিনে না কথিবা সটো দিতে কৃপণতা করবেন। যা কিছু আল্লাহতাআলা মানুষকে প্রদান করেন এর কোন কিছু তাঁর কাছে বড় নয়। বরং আল্লাহতাআলা একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থতি করবেন। এটি একটি মহা ঘটনা। কিন্তু আল্লাহর জন্য সহজ।

তনি. এভাবে দোয়াকারী অবহতি করে যে, সে আল্লাহকে অমুখাপক্ষেতী। যনে সে বলছে: আপনি চাইলে করুন এবং চাইলে না করুন; আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১০/৯১৭-৯১৮)]



আরও জানতে দেখুন: 105366 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদেরকে দোয়া করার নরিদশে দিয়েছেন এবং তাদের দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; যদি তারা একনয়িঠভাবে দোয়া করে এবং নজিরে দনৈযতা প্রকাশ করে। তিনি বলেন: “তোমাদের প্রভু বলেন; তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। [সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

আল্লাহর কাছে যে ভাণ্ডার ও দান রয়েছে এখানে আলোচনার বিষয়টি সটো নয়। যহেতে আল্লাহর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ; খরচ করলে সটো কমবে না এবং দলিবে বাড়বে না। কথিবা এটি আল্লাহর দোয়া প্রতিশ্রুতির সাথেও সম্পৃক্ত নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি ভিঙ্গ করেন না। বরং এখানে মুখ্য বিষয় হল: বান্দা নজিকে দাসত্ব ও আশার মর্যাদায় পশে করা, দোয়ার স্বরূপ বাস্তবায়ন ও দোয়া করা; ঠিকি আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদেরকে যভোবে পালন করার নরিদশে দিয়েছেন; এবং দোয়া কবুলের প্রতিবিন্ধকতাগুলো ও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতকারী বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকা।

দোয়াটাই আল্লাহর ইবাদত; বরং মহান ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে কোন ইবাদতেরই কিছু আদব, শরত ও বিশেষ কাঠামো রয়েছে; বান্দার জন্য সেগুলো মান্য করা মুস্তাহাব।

আর প্রত্যকে কারণে বিপরীতে কিছু প্রতিবিন্ধকতা থাকে; যা কারণে ফলাফলকে বাধাগ্রস্ত করে কথিবা কারণে প্রভাবকে দুর্বল করে দেয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“দোয়াকারী কি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নশ্চয়তা দবি?

জবাব: যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় আল্লাহর সক্ষমতাকে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা দোয়া কবুল করতে সক্ষম এ দৃঢ়তা ব্যক্ত করা আবশ্যিক। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। পক্ষান্তরে, আপনার নজিরে দোয়া কবুল হওয়া: আপনার মাঝে যে প্রতিবিন্ধকতাগুলো রয়েছে সে বিবেচনা থেকে কথিবা দোয়া কবুল হওয়ার কারণগুলো পূর্ণ না হওয়ার দকি থেকে আপনি দোয়া কবুলের ব্যাপারে আশংকায় থাকতে পারেন।

তদুপরি আপনার উচতি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: “তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। যনি শুরুতে আপনাকে দোয়া করার তাওফিক দিয়েছেন তিনিই শেষে দোয়া কবুল করে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। বিশেষতঃ ব্যক্তি যদি দোয়া কবুল হওয়ার কারণগুলো বাস্তবায়ন করে এবং প্রতিবিন্ধকতাগুলো থেকে বঁচে থাকে। প্রতিবিন্ধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে দোয়াতে সীমালঙ্ঘন করা; যমেন কোন পাপ কাজের কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার



দোয়া করা...।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১০/৯১৮)]

দোয়া করার গুরুত্বপূর্ণ আদবগুলো দেখুন 36902 নং প্রশ্নোত্তরে এবং দোয়া কবুলের প্রতিনিধকতাগুলো দেখুন 5113 নং প্রশ্নোত্তরে।

তনি:

দোয়াকারী তার প্রভুকে ডাকার ফলে দোয়া কবুল হলেও প্রার্থতি বিষয় ঠিক যতোবে চাওয়া হয়েছে সতোবে হাছলি হওয়া আবশ্যক নয়। বরং দোয়া কবুল কয়কেভাবে হতে পারে: দোয়াকারীর প্রার্থতি বিষয় অবলিম্বে তাকে প্রদান করা কথিবা অনুরূপ কোন মন্দ তার থেকে দূরীভূত করা কথিবা এ দোয়াটকি তার জন্য কয়িমাতরে দনি প্রদয়ে পুরস্কার বা সওয়াব হিসাবে সংরক্ষতি করে রাখা।

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলমি যদি দোয়া করে এবং সে দোয়াতে কোন পাপ কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছনিরে বিষয় না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে তনিটি বিষয়রে কোন একটি দিতে পারনে: অবলিম্বে তার দোয়া কবুল হওয়া, কথিবা তার দোয়াটকি তার জন্য আখরিতে পুঞ্জীভূত করে রাখা কথিবা অনুরূপ কোন অনিষ্ট তার থেকে দূরীভূত করা। তারা (সাহাবীরা) বলল: তাহলে আমরা প্রচুর দোয়া করব? তনি বললেন: আল্লাহ্ ও অধিক দাতা।” [মুসনাদে আহমাদ (১০৭৪৯), আলবানী ‘সহিহু তারগীব ওয়া তারহীব’ গ্রন্থে (১৬৩৩) হাদিসটকি সহি বলছেন]

হাফযি ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“প্রত্যকে দোয়াকারীর দোয়াই কবুল হয়। তবে কবুলের প্রকার ভিনি: কখনও দোয়াকৃত বিষয়টি দোয়া হতে পারে, কখনও এর বনিমিয়ে অন্যটি দোয়া হতে পারে। এ ব্যাপারে সহি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে।” [ফাতহুল বারী (১১/৯৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“ব্যক্তরি কর্তব্য হল অনুয়রে সাথে বারবার দোয়াটি পশে করা ও আল্লাহ্ প্রতী সুধারণা রাখা এবং এ কথা জনে রাখা যে, আল্লাহ্ হছেন— প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। তনি তাঁর প্রজ্ঞাবল কখনও দ্রুত সাড়া দনে; আবার কখনও বলিম্বে সাড়া দনে। আবার কখনও কখনও দোয়াকারী যা চয়েছে এর চয়ে উত্তমটি তাকে দান করেন।” [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৯/৩৫৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ তাআলাই সর্বজ্ঞঃ।